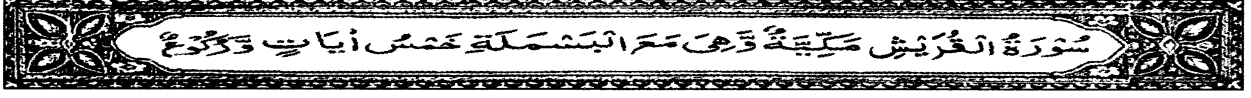


সূরা আল্ কুরায়শ-১০৬

(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতরণের সময় ও প্রসঙ্গ

এ সূরাও পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় মক্কায় প্রথমভাগে অবতীর্ণ হয়েছে। এটি যদিও একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ পৃথক সূরা, তবু সূরা ফীলের সাথে এর সম্পর্কের গভীরতার দরুন অনেকে একে সে সূরার অংশ বলে মনে করেছেন। যে ঐশী শান্তি এক ধরনের ভয়ঙ্কর গুটি বসন্ত মহামারীর রূপ ধারণ করে মক্কা-আক্রমণকারী আবরাহার সৈন্য-সামন্তকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল, সূরা ফীলে এর একটি ভয়াবহ, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা চিত্রিত হয়েছে। আলোচ্য সূরাতে কুরায়শদেরকে আল্লাহ্ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, যে কা'বা গৃহের যত্ন ও সেবার জন্য তাদের খাদ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে তাদের উচিত সশ্রদ্ধচিত্তে সেই কা'বাগৃহের প্রভু-প্রতিপালকের উপাসনা করা। পূর্ববর্তী সূরাতে কা'বার ধ্বংসোদ্যত শত্রুর ধ্বংসের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আল্লাহ্ বলছেন, মক্কার মত একটি বৃক্ষ-শূন্য, শুষ্ক-অনুর্বর উপত্যকাতেও এ কা'বা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণকারীদের জন্য আল্লাহ্ তাআলা সকল ধরনের খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন এবং তাদেরকে বিপদাপদ ও ভয়-ভীতি থেকে নিরাপদ রেখেছেন।



সূরা আল কুরায়শ-১০৬

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৫ আয়াত এবং ১ রুকু

১। *আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (৩) বার বার কৃপাকারী।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

★ ২। কুরায়শ গোত্রকে^{৩৪৩} একসূত্রে বাঁধতে^{৩৪৪}

لَا إِلَهَ إِلَّا قُرَيْشٌ ②

★ ৩। (এবং আমরা) তাদের মাঝে মিত্রতা সুদৃঢ় করতে শীত ও গ্রীষ্মের (বাণিজ্য) যাত্রার^{৩৪৫} অগ্রহ সৃষ্টি করেছি।

إِلَهُهُمْ رَحَلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ③

৩৪৩। ‘কুরায়শ’ শব্দটি ‘কারাশা’ ধাতু থেকে উৎপন্ন। কারাশা অর্থ সে এখান-সেখান থেকে এটা সংগ্রহ করে একত্র করেছে অথবা এর একাংশকে অপরাংশের সাথে সংযুক্ত করেছে (আকরাব)। কুরায়শ গোত্রকে এ নামে এ জন্য অভিহিত করা হয়েছে, তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে ‘কুসাই ইবনে কিলাব বিন্‌ নযর’ নামক এক ব্যক্তি যাযাবর আরবদেরকে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে এনে মক্কায় একত্রে বসবাসের ব্যবস্থা করেছিলেন। ‘বনু কানানাহ’দের মধ্যে একমাত্র নযরের বংশধররাই মক্কাতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেছিল। তারা সংখ্যায় বেশি ছিল না বলে ছোট দল হিসাবে তাদেরকে ‘কুরায়শ’ বলা হতো, যার অর্থ বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত ছোট দল।

৩৪৪। ‘ঈলাফ’ হলো ‘আলাফা’ ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন ক্রিয়া-বিশেষ্য। এর অর্থ, একটি বিষয় বা বস্তুতে লেগে থাকা বা লাগিয়ে রাখা, কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে মনে প্রাণে ভালবাসা, কোন ব্যক্তিকে কিছু দেয়া, কোন চুক্তি যাতে নিরাপত্তার শর্ত সন্নিবেশিত থাকে, নিরাপত্তা (লেইন)। পারস্পরিক একাত্মতা, প্রীতি-ভালবাসা ও অনুরাগ (আল মুনজিদ)।

৩৪৪। যেহেতু ‘লাম’ এমন একটি অব্যয় যা দিয়ে আরবী বাক্য শুরু করা হয় না, তাই যখন এর দ্বারা কোন বাক্য শুরু করা হয় তখন আয়াতটির পূর্বে একটি বাক্য বা বাক্যাংশ উহ্য রয়েছে বলে মনে করতে হবে। উহ্য অংশটিকে পূর্বে বসালে আয়াতটির মোটামুটি অর্থ দাঁড়াবেঃ হে মুহাম্মদ! তুমি আশ্চর্য বোধ করছ, আল্লাহ কুরায়শদের মনে যে শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে সব সময়ে ভ্রমণ করার প্রতি এত অগ্রহ সৃষ্টি করে রেখেছেন তা আল্লাহর কত বড় অনুগ্রহ! ভ্রমণের প্রতি অগ্রহকে আল্লাহর অনুগ্রহ এ কারণে বলা হয়েছে যে শীতকালে ইয়েমেনের দিকে বাণিজ্য ভ্রমণে এবং গ্রীষ্মকালে সিরীয়া-প্যালেস্টাইনের দিকে বাণিজ্য যাত্রায় গিয়ে কুরায়শরা খাদ্যসহ জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যাদি মক্কায় নিয়ে আসতো। এ বাণিজ্যিক আদান-প্রদান কুরায়শদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিল, তাদের শহরের উন্নতি সাধন করেছিল এবং তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিরও বিকাশ ঘটিয়েছিল। ইয়েমেনের ইহুদীদের সংস্পর্শে এসে এবং সিরীয়ার খৃষ্টানদের সংস্পর্শে এসে তারা জানতে পেরেছিল, আরব দেশে একজন বড় নবী আগমন করবেন বলে তাদের শাস্ত্রে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। কুরায়শরা এতই দেশ-প্রেমিক ও কা’বা-প্রেমিক ছিল, তারা না খেয়ে মরলেও মক্কার ভূমি বা কা’বা গৃহ ছেড়ে কোথাও যেতে প্রস্তুত ছিল না, এমন কি অস্থায়ীভাবেও না। নবী করীম (সাঃ) এর প্রতিপত্তা হাশিমের জোরালো উপদেশ ও অনুপ্রেরণায় কুরায়শরা ব্যবসা-বাণিজ্যকে পেশারূপে গ্রহণ করে। এটা তাদের জন্য ঐশী অনুগ্রহ ছিল। তারা বাণিজ্য-সফরের মাধ্যমে অন্যান্য সকল সুবিধাপ্রাপ্তি ছাড়াও আরো একটি মহা-সুযোগ লাভ করলো যে নিকট ভবিষ্যতে আগমনকারী মহানবী (সাঃ)কে গ্রহণ করার মানসিক প্রস্তুতিও তাদের মনে দানা বাঁধছিল। এ আয়াতগুলোর আরো একটি সাবলীল ব্যাখ্যা আছে, যা প্রসঙ্গের সাথে ভালভাবেই খাপ খায়। ব্যাখ্যাটি হলোঃ হে মুহাম্মদ! তোমার প্রভু ‘হস্তীওয়লা’ আবরারাহর সেনাবাহিনীকে এ কারণেই ধ্বংস করে দিয়েছিলেন যাতে কুরায়শদের শীত-গ্রীষ্মের বাণিজ্যিক ভ্রমণে উৎসাহ-উদ্দীপনায় কোন কমতি না ঘটে। এটা তাদের প্রতি আল্লাহর বড় অনুগ্রহ। এ ব্যাখ্যা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। কেননা আবরারাহ যদি ধ্বংস না হতো তাহলে কুরায়শরা ঐসব দেশে ভ্রমণ করা নিশ্চয়ই বিপজ্জনক মনে করতো এবং সে হেতু তাদের ভ্রমণ-স্পৃহা একেবারে স্তিমিত হয়ে পড়তো। অতএব আবরারাহর ধ্বংস কুরায়শদের বাণিজ্য-ভ্রমণকেই কেবল মাত্র অব্যাহত রাখেনি বরং আরবের অধিবাসী

★ ৪। সুতরাং তাদের উচিত তারা যেন ^কএ গৃহের প্রভুর ইবাদত করে,

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ

[৫] ৫। যিনি ক্ষুধায় তাদের খাইয়েছেন এবং ভয়ভীতি থেকে তাদের নিরাপত্তা দিয়েছেন^{৩৪৪২}।

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُؤَاءٍ ۖ وَآمَنَهُمْ
مِّنْ خَوْفٍ ۖ

দেখুন : ক. ৩ঃ৯৭; ২৭ঃ৯২।

সকল মানুষের তীর্থস্থান কা’বা তাদের চোখে অধিক পবিত্র ও সম্মানিত হয়ে ওঠলো। আর এতে কুরায়শদের ব্যবসায়-বাণিজ্যে আরো বেশি উৎকর্ষ লাভ হলো। আয়াতটির অর্থ এও হতে পারেঃ তোমার প্রভু হাতীর মালিক এবং প্রচণ্ড ও দুর্দান্ত সেনাবাহিনীকে কেবলমাত্র কুরায়শদেরকে বাঁচাবার জন্যই ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

৩৪৪২। কুরায়শদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা সে সময় করা হয়েছিল যখন তাদের চতুর্দিক থেকে বিপদ, ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। এছাড়া সারা বৎসর ব্যাপী প্রত্যেক রকমের ফল-মূল ও খাদ্যের সরবরাহ তাদের জন্য নিশ্চিত করা হয়েছিল। এসব ব্যবস্থা আকস্মিকভাবে জুটেনি। এটা ছিল একটি ঐশী পরিকল্পনার ফল এবং আড়াই হাজার বৎসর পূর্বেকার নবীকুল পিতা ইব্রাহীম (আঃ) এর দোয়া ও ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতাব্যবস্থা (২ঃ১২৭, ১৩০ এবং ১৪ঃ ৩৬, ৩৮)। অবিশ্বাসী কুরায়শদের মনে আয়াতটি গ্রথিত করে দিতে চায় যে মাটির, পাথরের ও কাঠের পুতুলকে পূজা করে তাদের দয়াময় ও প্রকৃত প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি তারা কীরূপ অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। তাদেরকে ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত রেখে তাদের খাদ্য-দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিত করে তাদের বাণিজ্য-ভ্রমণকে অব্যাহত ও নিরাপদ রেখে আল্লাহ তাআলা নিশ্চয়ই তাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। অথচ তারা তাঁকে চিনছে না। তাদের উচিত তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা।